গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৮ তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২৭
০৯ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

আজ ৯ জুলাই, ২০২০ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম,কক্সবাজার, এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ
সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৬	৩৪.০	৩২.৫	৩৪.০	৩৪.৬	৩৪.৪	৩৬.০	৩২.৮
৬সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৩.৫	২৭.০	২৪.০	২৬.৫	২৭.৪	২৬.০	২৬.০	২৭.২

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৬.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিকলি ২৩.৫° সেঃ।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের গাণিতিক আবহাওয়া মডেলের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আছে। ফলে, এ সময়ে উত্তরাঞ্চলের এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করতে পারে।
- আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় এ অঞ্চলের নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে , যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

আজ (০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) সকল জেলায় সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বৃষ্টিপাত তথ্য
গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
সুনামগঞ্জ	১৩৫.০	লরেরগড়	১২৫.০	মহেশখোলা	৭৬.০
কক্সবাজার	৬১.০	ছাতক	৬০.০	দুর্গাপুর	৫৭.০
নাকুয়াগাঁও	৫২.০	বরগুনা	৫২.০	টেকনাফ	৪৮.০

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.): তথ্য পাওয়া যায়নি

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
-	-

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	২৭		
হ্রাস	৭০	**বিপদসীমার উপরে**	০০
অপরিবর্তিত	০৪		

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জুলাই ২০২০ এর দীর্ঘ মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ
- জুলাই, ২০২০ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে যার মধ্যে ১ (এক) টি বর্ষাকালীন নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

- জুলাই, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কতিপয় স্থানে মধ্যমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে।
- অপরদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৯ জুলাই ২০২০ এর আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
- রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এসব জেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। আজ (০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) সকল জেলায় সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাঃ

আজ ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.০০টায় বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে (জুম পদ্ধতিতে) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল (ক)বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয়, (খ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি ও করনীয় এবং (গ) বিবিধ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিয়ির সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিবাগের সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, শসস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল ষ্টাফ অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ কমিটির সকল জুম মিটিং এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের গাণিতিক আবহাওয়া মডেলের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আছে। ফলে, এ সময়ে উত্তরাঞ্চলের এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করতে পারে।
- আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় এ অঞ্চলের নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে , যা আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপঃ

অদ্য ০৮ ই জুলাই, ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বন্যা আক্রান্ত ১৫ টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- উপদ্রুত জেলার সংখ্যা- ১৫ টি (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর)
- উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা- ৭৫ টি
- উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা- ৪০৪ টি
- পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা- ২,৫৬,৬১৬ টি
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ১২,৪৮,১৪৭ জন
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে জি, আর (চাল) বিতরণ করা হয়েছে ২৫৯৮.১৫৫ মেট্রিক টন
- ক্ষতিগ্রস্থ লোকের মধ্যে নগদ ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে ১,৪০,৮৯,৭০০/- টাকা।
- শিশু খাদ্য বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা।
- গো-খাদ্য বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা
- শুকনা খাবার ১১,৬২২ প্যাকেট।
- ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে **বরাদ্দ-**
  - **০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ৪,০০০ (চার হাজার) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা এবং শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
  - **০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং
  - **০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে** ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা, ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) বস্তা/প্যাকেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- **বন্যা উপদ্রুত ১৫ টি জেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী ও টাকা মজুদ আছে।**

১। ১৫টি জেলার সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র. নং	জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার নাম	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	বিতরণকৃত ত্রাণের পরিমান	বর্তমান মজুদ	মন্তব্য
১	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী	২১	-	৪৮,৬৪৫	জিআর চাল- ১২৩.৪৮০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ১৫,২৫,৭০০/-	জিআর চাল- ৩৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,৫০,০০০/- , শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ১২ সেঃ মিঃ নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

২	কুড়িগ্রাম	৯ টি উপজেলা	৫৫	১৫,৬০০	৬২,৪০০	জিআর চাল-৩১২.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-৩৬,৫০,০০০/-	জিআর চাল- ৩৯০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	অদ্য সকাল ৬.০০ টায় ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি চিলমারী পয়েন্টে ৪১ সে.মিটার, ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার ৪১ সে.মিটার, দুধকুমর নদীর পানি ৫৭ সে.মি, এবং তিস্তা নদীর পানি ৩৩ ে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে।
৩	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি	২৬	৩০,৮৭৬	১,২২,৩২০	জিআর চাল- ২২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১১,০০,০০০/-, শিশু খাদ্য বাবদ- ২,০০,০০০/-, ঢেউটিন- ৮০ বান্ডিল, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-১,৮০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ৩৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,৫০,০০০/- টাকা, শুকনা খাবার- ২০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	ব্রহ্মপুত্র-ফুলছড়ি ২৩ সে. মিটার, ঘাঘট-গাইবান্ধা ৪৫ সে. মিটার, তিস্তা-সুন্দরগঞ্জ ৩৪ সে. মিটার ও করতোয়া-কাটাখালী বিপদ সীমার ৩৯ সে. মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** ২,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন।
৪	নীলফামারী	ডিমলা, কিশোরগঞ্জ	১০	-	১৪,৯৮০	জিআর চাল- ৫৩.৬৭৫ মে: টন জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/- শুকনা খাবার- ২২ প্যাকেট	জিআর চাল- ৩৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	বর্তমানে বন্যা নাই। তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ১২ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৫	রংপুর	গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা,	০৬	-	৪০	জিআর চাল- ২৩০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ১০,৫০,০০০/-	জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	অদ্য সকাল ০৯ টায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ১২ সে.মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা	৮১	২৩৯	৪২,০৫৭	জিআর চাল- ৫১০.০০০ মেঃ টন, জিআর ক্যাশ- ৩৯,৭০,০০০/-	জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। চাহিদা: ৫০০ বান্ডিল ঢেউটিন, ৮,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, জিআর চাল ৩০০ মে. টন ।
৭	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালী,	৫১	৩৪,৬৮৪	১,৫৯,১৫৩	জিআর চাল- ২৬৭.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ২,৪৪,০০০/-, শুকনা খাবার-১,৮০০ প্যাকেট,	জিআর চাল- ২৫৮.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,৫৬,০০০/-, শুকনা খাবার- ২০০ প্যাকেট, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার- ৪২ সে. মিটার নীচ দিয়ে এবং কাজিপুর পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার ৩৬ সে. মিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে । **চাহিদা:** জিআর চাল-১০০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২০,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ১৫,০০,০০০/-, এবং শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১৫,০০,০০০/-টাকা।
৮	বগুড়া	ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা	১৫	১৯,০৭২	৭৭,৬২০	জিআর চাল-২৬০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-৮,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি গেজ স্টেশনে মাথুরা পয়েন্টে বিপদসীমার ৩০ সে. মিটার নীচে ও বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার ৪৪.৩ সে. মিটার নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-৫০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-১০,০০,০০০/- এবং শুকনা খাবার- ১০,০০০ প্যাকেট ।
৯	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী ও বকশীগঞ্জ	৪৯	৯৩,২২৫	৩,৯৮,৬২৩ জন	জিআর চাল- ৩১০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ-১০,৫০,০০০/-, শুকনা খাবার-২,০০০ প্যাকেট, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ-২,০০,০০০/-	জিআর চাল- ১০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,০০,০০০/-,	যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে বর্তমানে বিপদসীমার ০.২৭ সে. মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা প্লাবিত এলাকাসমূহ উন্নতি হচ্ছে।
১০	সিলেট	বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, সিলেট সদর	৩১	২১,৩৬৮	১,০৫,৫৩০	জিআর চাল-১০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-	জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট	সিলেট জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে।

১১	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার	২৪	২১,১৭৮	১,৩২,৩৯৯	শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ৪০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৮,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি ভুঞাপুর সুইচগেট পয়েন্টে ১.৬৩ মিটার, কালিহাটি পয়েন্টে ০.৪০ মি নিচ দিয়ে ও ধলেশ্বরী নদীর পানি এলাশিনঘাট পয়েন্টে ০.৩৬ মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। **চাহিদা:** জিআর চাল-২০০.০০০মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫,০০,০০০/-
১২	রাজবাড়ী	-	-	-	-	জিআর চাল- ৫৫.০০০ মে: টন	জিআর চাল- ৯৫.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ-২,৫০,০০০/-	বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি এবং কোনো এলাকা প্লাবিত হয়নি। দৌলতদিয়া গেজ ষ্টেশন পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ০.০৩ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে রাজবাড়ী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী ৭.৪৪ কি. মি. অংশ ও ০.০৩০ কি. মি. বাঁধ এবং গড়াই নদীর ১.৪৫৮ কি. মি. ও ০.৩০০ কি. মি. বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী ভাংগনে ২৫ টি ঘরবাড়ি এবং বোনা আউশ ১১.০০ হেক্টর, চিনাবাদাম ৬ হেক্টর, পাট ৪.০১ হেক্টর, তিল ৩.৩০ হেক্টর, এবং ৬.২০ হেক্টর জমির গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি সবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
১৩	মাদারীপুর	শিবচর	০৯	২,৪০০ ও নদী ভাঙ্গনে ১৭০ টি	১২,৮৫০	জিআর চাল- ৮০.০০০ মে: টন শুকনা খাবার- ২,০০০ প্যাকেট	জিআর চাল- ২২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৭,০০,০০০/-, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ- ২,০০,০০০/-	পদ্মা নদীর পানি মাওয়া পয়েন্টে পানির সমতা ৬.১০ মিটার, বিপদসীমা ৬.১০ মিটার ও আড়িয়াল খাঁ নদীর পানি ৮০ সে. মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
১৪	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, দৌলতপুর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, ঘিওর, সিংগাইর	১৫	৩৩৪	১,৬৫০	জিআর চাল-১৩০.০০০ মে: টন	জিআর চাল- ২০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ২,৫০,০০০/-	যমুনা নদীর পানি আরিচা ঘাটে বিপদসীমার ০.৫৮ মি. নীচ দিয়ে প্রাবাহিত হচ্ছে। কালীগঙ্গা নদীর পানি তরা পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৭৬ মি. নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। **চাহিদা:** জিআর চাল-১০০০.০০০ মে:টন, জিআর ক্যাশ- ৫০,০০,০০০/-, শুকনা খাবার-৩,৫০০ প্যাকেট
১৫	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর	১১	১৭,৪৭০	৬৯,৮৮০	-	জিআর চাল- ২০০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ- ৩,০০,০০০/-	গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার ০.১৪ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে।

২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ ত্রাণ কার্য (চাল) এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ প্রদানের জন্য তাঁর অনুকূলে নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	টাংগাইল	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০২.	মাদারীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৩.	শরীয়তপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৪.	নেত্রকোনা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৫.	জামালপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৬.	চাঁদপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৭.	নোয়াখালী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৮.	লক্ষ্মীপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
০৯.	রাজশাহী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১০.	সিরাজগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১১.	বগুড়া	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১২.	রংপুর	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৩.	কুড়িগ্রাম	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৪.	নীলফামারী	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৫.	গাইবান্ধা	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৬.	লালমনিরহাট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৭.	সিলেট	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৮.	মৌলভীবাজার	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৯.	হবিগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)

২০.	সুনামগঞ্জ	২০০.০০০ (দুইশত)	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
	মোট=	৪,০০০ (চার হাজার)	১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩২, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(খ) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৬/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গো-খাদ্য ও শিশু খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য তাঁর বরাবর নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	**শরীয়তপুর**	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০২.	নেত্রকোনা	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৩.	চাঁদপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৪.	নোয়াখালী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৫.	লক্ষ্মীপুর	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৬.	রাজশাহী	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৭.	মৌলভীবাজার	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
০৮.	হবিগঞ্জ	২,০০০ (দুই হাজার)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
	মোট=	১৬,০০০ (ষোল হাজার)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)	১৬,০০,০০০/- (ষোল লক্ষ)

(সূত্র: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩৩, তারিখঃ ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(গ)
সাম্প্রতিক ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণিত জেলার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ মানবিক সহায়তা হিসেবে ০৫/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গো-খাদ্য এবং শিশু খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	রংপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৪।	নীলফামারী	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৬।	সিলেট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৮।	বগুড়া	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১০।	জামালপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১১।	টাংগাইল	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১২।	মাদারীপুর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
মোট		২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা	২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা

(সূত্র ১: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩০, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ
সূত্র ২: মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৩১, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঘ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাংগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ কার্য (চাল) ১০,৯০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন চাল এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	**ঢাকা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০২.	নারায়নগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৩.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৪.	মুন্সিগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৫.	মানিকগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৬.	টাংগাইল	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৭.	নরসিংদী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
০৮.	ফরিদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
০৯.	মাদারীপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
১০.	গোপালগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১১.	**শরীয়তপুর**	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১২.	রাজবাড়ী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৩.	কিশোরগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৪.	**ময়মনসিংহ**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৫.	নেত্রকোনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৬.	জামালপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৭.	শেরপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
১৮.	**চট্টগ্রাম**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
১৯.	কক্সবাজার	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২০.	রাংগামাটি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২১.	খাগড়াছড়ি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২২.	কুমিল্লা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৪.	চাঁদপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৫.	নোয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
২৬.	ফেনী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৭.	লক্ষ্মীপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০

২৮.	বান্দরবান	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
২৯.	**রাজশাহী**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩১.	নওগাঁ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩২.	নাটোর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৩.	পাবনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৫.	বগুড়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৩৭.	**রংপুর**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৩৮.	কুড়িগ্রাম	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৩৯.	নীলফামারী	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪০.	গাইবান্ধা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪১.	লালমনিরহাট	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪২.	দিনাজপুর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৩.	ঠাকুরগাঁও	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৪.	পঞ্চগড়	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৫.	**খুলনা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৬.	বাগেরহাট	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৭.	সাতক্ষীরা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৪৮.	যশোর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৪৯.	ঝিনাইদহ	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫০.	মাগুরা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫১.	নড়াইল	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫২.	কুষ্টিয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০
৫৩.	মেহেরপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৪.	চুয়াডাংগা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৫৫.	**বরিশাল**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৬.	পটুয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৫৭.	ভোলা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৮.	পিরোজপুর	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৫৯.	বরগুনা	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬০.	ঝালকাঠি	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০
৬১.	**সিলেট**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬২.	মৌলভীবাজার	Bশ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০
৬৩.	হবিগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
৬৪.	সুনামগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০
		মোট=	১০,৯০০.০০০ (দশ হাজার নয়শত) মেঃটন	১,৭৩,০০,০০০/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ) টাকা

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৭, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

(ঙ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-বন্যা, নদীভাঙগন, পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে) ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদানের জন্য তাঁর অনুকূলে নির্দেশক্রমে ছাড় করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (বস্তা/ প্যাকেট)
১।	রংপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
২।	কুড়িগ্রাম	২,০০০/- (দুই হাজার)
৩।	গাইবান্ধা	২,০০০/- (দুই হাজার)
৪।	নীলফামারী	২,০০০/- (দুই হাজার)
৫।	লালমনিরহাট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৬।	সিলেট	২,০০০/- (দুই হাজার)
৭।	সুনামগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)
৮।	বগুড়া	২,০০০/- (দুই হাজার)
৯।	সিরাজগঞ্জ	২,০০০/- (দুই হাজার)
১০।	জামালপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
১১।	টাংগাইল	২,০০০/- (দুই হাজার)
১২।	মাদারীপুর	২,০০০/- (দুই হাজার)
মোট=		২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) বস্তা/ প্যাকেট

(সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ে ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখার পত্র নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২২৮, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ)

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৭/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৮/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৮ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩	০	০
২।	ময়মনসিংহ	১	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	২	০	০
	মোট	**৮**	**০**	**০**

বজ্রপাতঃ

বজ্রপাতে বিভিন্ন জেলায় নিহত/আহত ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক্রঃ নং	জেলা ও উপজেলার নাম	বজ্রপাতের তারিখ	বজ্রপাতে নিহত /আহত ব্যক্তির নাম, বয়স, পিতার নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১	গাইবান্ধা	০৮/০৭/ ২০২০ খ্রিঃ	১। মোঃ মোজাহিদ (১০), পিতা-ফেরদৌস মিয়া, গ্রাম-কাবিলপুর সোনাতলা, ইউনিয়ন- ইদিলপুর, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।	
২	রংপুর	০৯-০৭-২০২০	২। মোশাররফ হোসেন (৩৬) পিতা ইসমাইল হোসেন, গ্রাম মছলমারী তেলিপাড়া, ইউনিয়ন লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর	মাঠে কৃষিকাজ করার সময় মারা যান।
৩	রংপুর	০৯-০৭-২০২০	হাসিনুর রহমান, (৩০) পিতা রমজান আলী, গ্রাম মছলমারী তেলিপাড়া, ইউনিয়ন লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর	মাঠে কৃষিকাজ করার সময় আহত হন।

(সূত্র:) ১। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা গাইবান্ধা এর পত্র নং ৫১.০১.৩২০০.০২৪.৪০.০০৮.১৬-৮৪৫, তারিখঃ ০৮.০৭.২০২০খ্রিঃ।
২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা রংপুর এর পত্র নং ৫১.০১.৮৫০০.০০০.৪১.০১৪.২০-৫৬০, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২০ খ্রিঃ।

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ০৮/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,১৬,৬৯,২৫৯	১০,০১,৬৫৫
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	১,৬৮,৯৫৭	২৭,২৬৬
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৩৯,৯০৬	২৬,২২৪
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৪,১৪৭	৬০৫

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১৫,৬৩২	৯,০৭,৭৮৪
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৩,৩৬০	১,৭৫,৪৯৪
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩,৭০৬	৮৪,৫৪৪
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৪১	২,২৩৮

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন সকাল ১১ টায় এবং বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

৯-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৯৮/১(১৬৬)

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২৭
০৯ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

৯-৭-২০২০

কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা